আগামী রবিবার লোকসভার ৭ম নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি, ২ জানুয়ারী— ওপরের ছবিগুলি জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের ছয় দলের ছয় প্রার্থীর দলীয় প্রতীক। প্রত্যেক প্রার্থী বলছেন, অন্ততঃ ধারণা করছেন, তিনি জিতবেনই। সেটাই স্বাভাবিক। তাঁদের মধ্যে একজনের ভাগ্য নির্ধারণ হবে আগামী রবিবার ৬ জানুয়ারী লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী প্রচার শেষ হচ্ছে ৪ জানুয়ারী বিকেল চারটেয়। কাজেই সবাই এখন ভোটারদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে তৎপর। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে এবারের লড়াই বহুমুখী। প্রার্থী আছেন ছ'জন—(১) জয়নাল আবেদন, সি পি এম (২) হাজি লুৎফল হক, ইন্দিরা কংগ্রেস (৩) লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, এস ইউ সি (৪) কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, জনতা (৫) অমিয় সিংহরায়, আরস কংগ্রেস এবং (৬) পরিচয় দাশগুপ্ত, বিপ্লবী গণফ্রন্ট। প্রার্থীরা সবাই চাইছেন জয়ী হতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই হবে সি পি এম ও ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে। এস ইউ সি দাবি করছেন, লড়াই হবে তাঁদের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের। সি পি এম এর বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে এবার বহু অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কল্লোল যুগের কবি যুবনাশ্ব লোকান্তরিত

সত্যনারায়ণ ভকতঃ কল্লোল যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি মনীশ ঘটক দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৭ ডিসেম্বর তাঁর বহরমপুর বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ১৯০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী (বাঙলা ২৭ মাঘ, ১৩০৮) অবিভক্ত বাঙলার রাজসাহী শহরের ঘোড়ামারাপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ছিল সুরেশচন্দ্র ঘটক, মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী মনীশ ঘটকের দুহিতা। চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছিলেন মনীশ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই পৌষ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২রা জানুয়ারী, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

এবার দায়িত্ব অনেক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি : বামফ্রন্টের সমর্থনে ২৭ ডিসেম্বর সাগরদীঘি বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, দিল্লীতে জনপ্রতিনিধি কেনাবেচা হয়। ইন্দিরা তাঁদের কিনে নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে তাঁর বিরুদ্ধে (ইন্দিরার বিরুদ্ধে) মামলাগুলি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সুতরাং তাঁকে এবং তাঁর দলকে হারাতেই হবে। দেশের জন্য প্রকৃতই যাঁরা লড়াই করবেন, যাঁরা নিজেদের বিক্রী করবেন না, আমরা এবার তাঁদেরই লোকসভায় পাঠাতে চাই। তাই এবার দায়িত্ব অনেক বেশী। ১৯৭৭ সালে পরিস্থিতি ছিল আলাদা। আমরা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জনতা দলকে সমর্থন করেছিলাম। জনতা পার্টি ক্ষমতায় গিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করেছেন, কিন্তু অর্থ-নৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারেননি। এই দলটি কংগ্রেসের মতই বড়লোকের প্রতিনিধিত্ব করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে, জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দলগুলি মাথাচাড়া দিয়েছে। সেজন্য জনতা দলকে সমর্থন করা যায় না। তাই এবারের নির্বাচন পরিস্থিতি আলাদা।

জ্যোতিবাবু বলেন, মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। কয়েকজন নেতা করেন না। স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ দেশব্যাপী সংগ্রাম করেছিলেন—কেউ সহিংস, কেউ অহিংস। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীরা তার থেকে শিক্ষা নেননি। তাঁরা ভাঁওতা দিয়ে দেশের লোককে বিপথগামী করে জয়ের দিকে এগিয়ে যেতেন। এভাবে এগার বছর ধরে তাঁরা মানুষকে মিথ্যা কথা বলে এসেছেন। তবু সামলাতে পারেননি, গদি ঠেকাতে পারেননি। সমস্ত আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার আনন্দে পুঁজিপতিরা ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।

জ্যোতিবাবু আরো বলেন, বামপন্থীরা মিথ্যে কথা বলে না, লোককে ভাঁওতা দেয় না। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলে বামপন্থীরা শক্তিশালী। এই তিনটি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ জানুয়ারী—আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে পুলিশি ও প্রশাসনিক আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু ৬ জানুয়ারী ভোট গ্রহণের দিনের জন্য অপেক্ষা। নির্বাচন কর্মীরা জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে আরম্ভ করবেন ৪ জানুয়ারী থেকে। ব্যালট পেপার ইতিমধ্যে এসে পৌঁচেছে। নবগ্রাম ও খড়গ্রাম বাদে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে জঙ্গিপুর মহকুমায় ৫৫৫টি পোলিং বুথের জন্য দরকার হবে ১০৪টি লরি, ৩৩টি বাস, ৩৫টি নৌকা, ৩০৫টি গরুগাড়ী ৪০টি জীপ, ৫৫৫ জন প্রিজাইডিং অফিসার ও ১৮২০ জন পোলিং অফিসার। এ ছাড়াও রিজারভে থাকছেন ৮৪ জন প্রিজাইডিং অফিসার ও ৩৩৬ জন পোলিং অফিসার। ভোট গণনা শুরু হবে ৭ জানুয়ারী সকাল দশটা থেকে। মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে ভোট গণনার জন্য তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে।

এটা গেল প্রশাসনিক দিক। এবার পুলিশের হিসেবটা দেওয়া যাক। দেখা যাক তাঁরা কিভাবে তৈরী হয়েছেন। মহকুমার পাঁচটি থানা এলাকায় ৫৫টি সেকটার খোলা হচ্ছে। প্রয়োজন হচ্ছে ৪৯৭ জন সশস্ত্র কনসটেবল, ২৫৮ জন এন ভি এফ, ৯০৮ জন হোমগারড, ৭০ জন অফিসার ও ৬ জন ইনসপেকটার।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হোমগারডদের বেতন বাড়ানো হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ জানুয়ারী—নির্বাচনের মুখে হোমগারডদের বেতন কিছু কিছু করে বাড়ানো হয়েছে। এই বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। কাজেই বেতন বৃদ্ধিতে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, হোমগারড কমানডানটদের দৈনিক বেতন ১৩.৬৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪.৩০, গ্রুপ কমানডানটদের দৈনিক বেতন ১০.৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১.৯০ এবং হোমগারডদের দৈনিক বেতন ৮.৮৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯.৫০ টাকা করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির হার ১৯৭৯ সালের পয়লা নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই পৌষ বুধবার, ১৩৮৬।

নির্বাচনী নান্দীমুখ

লোকসভা নির্বাচনের দিন প্রত্যাসন্ন। শিবিরে শিবিরে চলিয়াছে তৎপরতা। আপন আপন প্রার্থীকে জয়যুক্ত করিবার জন্য কর্মিবৃন্দ সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। স্বদলীয় প্রার্থীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে কতই না প্রয়াস চলিতেছে। জনগণকে অবহিত করা আর সমর্থন লাভ করার জন্য বহুবিধ বক্তব্য রাখা হইতেছে। ইতিমধ্যে প্রত্যেক দল ইস্তাহার মারফৎ নির্বাচনে ক্ষমতা লাভ করিলে কি কি করিবেন, তাহাও প্রচার করিয়াছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্বের অবসান, কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য হ্রাস প্রভৃতি প্রত্যেক প্রচারণাতেই স্থান-লাভ করিয়াছে। মানুষের দরবারে নির্বাচনের প্রার্থীরা রায় চাহিতেছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিবেন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের অধিবাসী, যাঁহাদিগকে সাংবিধানিক পবিত্র ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। স্ব স্ব বুদ্ধিবিবেচনামত তাঁহারা অভিপ্রেত প্রার্থীকে ভোট দিবেন। আর চাহিয়া রহিবেন ফলাফলের প্রতি। ভোটপর্ব মিটিয়া গেলে অচিরেই সে সংশয়েরও অবসান ঘটিবে। এতদিনের পরিশ্রম, এতদিনের বিবিধ প্রয়াস—সব কিছুরই অবসান হইবে শুধু চক্রমধ্যে ক্রশচিহ্ন মারফৎ। গণতান্ত্রিক এই দেশের এই নিয়ম—যেখানে প্রত্যেক সুস্থ নাগরিক শাসনক্ষমতার অধিকার দান করিবেন স্বমনোনীত ব্যক্তিকে।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে একজন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ছয় দলের ছয়জন প্রার্থী জনদরবারে হাজির। প্রত্যেকেরই বুলি 'ভোট দিয়া জয়যুক্ত করুন।' সারা শহরে বহু বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য দেওয়াললিখন শোভা পাইতেছে। এক দল অন্য দলের প্রচুর নিন্দাবাদ করিতেও তৎপর। স্বৈরতন্ত্রী, প্রতিক্রিয়াশীল, জনস্বার্থ-বিরোধী, প্রভৃতি কত কি বিশেষণ একে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিতেছেন! শুধু এক লক্ষ্য 'অমুককে ভোট দিন'।

ভোটপর্বে বা ভোটযুদ্ধে নানা কৌশলও আছে। কত টুকিটাকি ঘটনা জনচিত্তে এইসময় প্রভাব বিস্তার করে! মোরচা বাঁধা—সে ত আকছার হইতেছে। ইহা ছাড়াও ভোটের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কোন প্রার্থী তাঁহার সমর্থকদের লইয়া অন্য কোন প্রার্থীকে আনুকূল্য দান করেন। আবার প্রার্থীবিশেষের স্থানীয় ব্যক্তিপ্রভাবও থাকে। ভোটে তাহা খুবই কার্যকর হয়।

সে যাহা হউক, আগামী রবিবার সব কিছুর মীমাংসা হইতেছে। আগের দিন অর্থাৎ শনিবার প্রচার বন্ধ। তৎপরতা হয়ত থাকে, তবে প্রকাশ্যে নয়। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে যে সংগ্রাম, তাহা দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, কিংবা আর কিছু যাহাই হউক; প্রার্থীবিশেষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে, ইহা অনস্বীকার্য। তবে প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত প্রত্যেক দলই বলিতেছেন যে, ভোট তাঁহাদের অনুকূলে। প্রচারের জন্যই হয়ত এই প্রচার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতির বর্ত্তমান নাম নিঃসন্দেহে ব্যাভিচার। আর এই রাজনীতির আবর্তে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ঘুরপাক খাচ্ছেন, তাঁদেরও সর্বাঙ্গে ব্যাভিচারের ময়লা লেগে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবুও ভোট দেব। কারণ বর্তমান ভারতবর্ষের মেহনতী জনগণ পার্লামেন্ট-বহির্ভূত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যথোচিত প্রস্তুত হতে পারেনি। অন্যদিকে যাঁদের মহান কর্ত্তব্য ছিল মেহনতি জনগণের মধ্য থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংসদের মোহকে কাটিয়ে তোলার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার, তাঁরাও লোকসভা ও বিধানসভার মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার চরম বিপদকে রুখে দেবার স্বপ্ন দেখতে বলছেন। বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর দলগুলি এখনও স্থায়ী সরকারের প্রলোভন দেখাচ্ছে। বিকল্পে ব্যাপক 'বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' পিছু হটতে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। অনাগত ভবিষ্যতে এই দুর্গের সমস্ত সৈনিক দিল্লীর সিংহাসন জেতার লড়াইয়ে, কার পক্ষে ভাড়া খাটতে যাবে জানি না। অথচ জানি ভারতবর্ষের এই বিপদের একমাত্র প্রতিষেধক, তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের ঐক্য। যে ঐক্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথের বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে।

কুয়াশা একসময় কাটবে। ভুল বিশ্লেষণ সংশোধিত হয়ে সঠিক রূপ নেবে। গণ আন্দোলনের দিগন্ত খুলবেই খুলবে। তাই বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন সংসদীয় ব্যবস্থার দাবি জানানোর জন্যেই ভোট দেব। দেশের এই বিপদের দিনে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রশ্নই আজকের দিনের প্রধান ও মৌলিক প্রশ্ন। যে প্রার্থী বা দল এই প্রশ্নে একমত, আমার ভোট তার বাক্সেই যাবে।

—তাপস রায়

॥ ২ ॥

এই ভাগ্যবিড়ম্বিত গরীব দেশের ওপর আবার নির্বাচনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হোল। গরীবের সপ্তম নির্বাচন-বিলাসিতার আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি।

ভোট কেন দেব, একথা ভাবতে গেলে মনে আসছে আমরা আগেও ভোট দিয়েছি। বহু ঢক্কা-নিনাদে নেতাদের মসনদে বসিয়েছি। প্রতিদানে পেয়েছি ছটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আর গালভরা প্রতিশ্রুতি: দেশে সমাজবাদ আনা হবে, ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর করা হবে, অশিক্ষার অন্ধকার দূর করা হবে, বেকারির অভিশাপ থাকবে না। কিন্তু আজও দুবেলা দুটি ডালভাত, পরনের কাপড় আর বসবাসের জন্য মাথায় একটু আচ্ছাদন দেশের অর্ধেক লোকের কাছে স্বপ্ন হয়েই থাকল। অশিক্ষিতের সংখ্যা বছরের পর বছর বাড়তেই থাকল। খরা-বন্যার আজও সমাধান হল না। নৈতিক চরিত্রের বিলুপ্তি ঘটে গেল। নেতারা আজ হাটে কেনাবেচার পণ্য মাত্র। বিগত ৩২ বছরের অপশাসনে তো এঁরাই আছেন। কেউ জামা পালটেছেন, কেউ রং পালটেছেন মাত্র। ভোট দেব। আবার তাঁরাই তো গদীতে বসবেন! ভোট কাকে দেব? ভোট কেন দেব? দুটি প্রশ্নের মধ্যে একটি উত্তর আছে—ভোট ত দিতেই হবে। নিপীড়িত অসহায় মানুষের এই একটাই তো হাতিয়ার। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়া দূর করার জন্যই আমি আমার এই হাতিয়ার ব্যবহার করব।

আমি সেই দল বা ব্যক্তিকে ভোট দেব যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াবেন না। যাঁরা হবেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নেতা। এদেশের অর্থনীতির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত পরিশ্রমে। হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে যিনি সুদৃঢ় রাখতে পারবেন, আমি ভোট দেব তাঁকে। —পথচারী

॥ ৩ ॥

১৯৭৭ সালে স্থায়ী সরকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত জনতা দল আড়াই বছরের রাজত্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বেইমান আর বিশ্বাসঘাতকরা প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভে ব্যক্তিগত 'শখ' মেটাতে গিয়ে দেশের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন ৪০০ কোটি টাকার বোঝা। তারই ফলশ্রুতি অকালবোধন অর্থাৎ মধ্যবর্তী নির্বাচন।

নির্বাচন এলে গা'টা ছমছম করে। বেশ রোমাঞ্চ লাগে। বিশেষ করে নতুন ভোটারদের মনে। চটকদার কর্মসূচী বা রগরগে অতীতকে সামনে রেখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুযায়ী ভোট পড়ে ভোট বাক্সে। আমিও ভোট দেব সেদিকে লক্ষ্য রেখেই। ভোট দেব তাদের, যারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে দেশে আগুন জ্বালাবে না। ভোট দেব তাদের, যাদের হঠকারীতা আর হুমকি আমাদের কলমকে স্তব্ধ করবে না। ভোট দেব তাদের, যারা রাজ্যের স্বার্থে অতি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

আমি নিশ্চিত, এবারের নির্বাচন আমাদের সামনে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা উপহার দিতে পারবে না। আমি গান্ধীজী প্রবর্তিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা করি। তাই বলে পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি, চুরি ও স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থন করতে পারি না। আমি সমর্থন করি অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনকে, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানকে। আমার ভয় হয় স্থায়ী সরকারের শ্লোগানের আড়ালে দেশে আবার স্বৈরতন্ত্র নেমে আসবে নাতো?

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেন ভোট দেব? কাকে ভোট দেব?

কল্লোল যুগের কবি যুবনাশ্ব লোকান্তরিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটকের অনুজ। দীর্ঘদেহী মনীশ ঘটক ছিলেন ক্রোধ অশ্রুর কবি, যার সমন্বয়ে তিনি সৃষ্টি করতেন ব্যঙ্গ কবিতা। তিনি বলতেন, 'ব্যঙ্গ কবিতার মূলে ক্রোধ, শেষে অশ্রু।' কল্লোলে 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে প্রথম কবিতা লেখেন ১৯২৩ সালে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শিলালিপি' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে বহরমপুরে তিনি আসেন ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং বহরমপুরের তাঁর নিজ বাসভবন থেকে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন সেই মাসেই, ১৯৭৯-র ২৭ ডিসেম্বর। সুদীর্ঘ ৩৪ বছর বহরমপুরে থেকে তিনি অসংখ্য কবিতা ও সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' ও 'চতুরঙ্গ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'প্রবাসীর পরিচয়' পত্রিকায়। জীবনে তিনি একটি মাত্র উপন্যাস রচনা করেন- 'কনকল'। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বিদুষী বাক্' 'যুবনাশ্বর নেরুদা' 'নামায়ন' প্রভৃতি। 'নামায়ন' প্রবাহ পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যের ১টি অমূল্য সম্পদ। তিনি বহরমপুর ভ্রাতৃসঙ্ঘ কৃষ্টিশাখার 'বর্তিকা' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালে। সেই থেকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওই পত্রিকার সম্পাদক।

জীবনের শেষ কয়েক বছর শয্যাশায়ী থাকলেও তাঁর কলম কিন্তু থেমে থাকেনি। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি বিভিন্ন পত্রিকার জন্য কবিতা লিখতেন, আর লিখতেন 'বর্তিকা'র সম্পাদকীয়। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাতেও তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর পক্ষ থেকে অনুত্তম পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে দেখা করে শারদ সংখ্যার জন্য কড়া কবিতা চাইলে তিনি বলেন, কড়া কবিতা লিখতে বুকে বড় যন্ত্রণা হয়। হার্টের অসুখ হয়েছে, ডাক্তার তাঁকে কবিতা লিখতে বারণ করেছেন। তবু তিনি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি— কড়া কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে অনুত্তম জঙ্গিপুর মহকুমা শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির স্মারকগ্রন্থের জন্য লেখা চেয়ে চিঠি দিলে মনীশ ঘটক ভুলক্রমে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জন্ম শতবার্ষিকী ভেবে নিয়ে সেই মত একটি লেখা পাঠিয়ে দেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে লেখাটি প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি অনুত্তমকে চিঠি দেন। সেদিন তিনি ভুল করে কথাসাহিত্যিকের জায়গায় দাদাঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন, 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর কাছে তা বহুমূল্য সম্পদ। আর ১৫ মাস পরেই (১৩৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ বৈশাখ) দাদাঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকীতে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পাঠকদের মনীশ ঘটকের সেই রচনা উপহার দেওয়া যাবে। 'শাপে বর' প্রবচন প্রয়োগের সুযোগ সম্ভবতঃ এভাবেই ঘটে থাকে।

তাঁর নামের বানান সম্পর্কে মনীশ ঘটক খুব সচেতন ছিলেন। 'মণীশ' বা 'মণীষ' বানান করলে তিনি ভীষণ রাগ করতেন এবং সংশোধন করে নেওয়ার জন্য চিঠি লিখতেন। সেই রকম একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ৩১ আগষ্ট তাঁর বাড়ীতে বসে আমি মনীশ ঘটকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও অতিথি-পরায়ণ। তাঁর মধুর ব্যবহারে সেদিন অনুত্তম ও আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ব্যঙ্গ কবিতার মূলে ক্রোধ, শেষে অশ্রু— এ কথা তিনি সেদিন আমাদের বলেছিলেন।

আগেই বলেছি বিদগ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছিলেন মনীশ ঘটকের অনুজ। তিনি আগেই পরলোকগমন করেন। ঋত্বিক ঘটকের পর জামাতা বিজন ভট্টাচার্য (মহাশ্বেতা দেবীর স্বামী) ও পুত্রদ্বয় অবু ঘটক ও অনীশ ঘটকের মৃত্যুতে মনীশ ঘটক একেবারে মুষড়ে পড়েন। চোখের সামনে একে একে সবাইকে চলে যেতে দেখে তাঁর দুঃখ কম ছিল না। মাঝে মাঝে বলতেন সে কথা। ২৭ ডিসেম্বর সেই তিনিও চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর অসংখ্য সাহিত্য সাধনা। বাঙলা সাহিত্য একজন শক্তিমান লেখককে হারালো। আমরা হারালাম আমাদের প্রিয়জনকে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

লোকসভার ৭ম নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং সুতি এলাকার জল নিষ্কাশনে ব্যর্থতা ইত্যাদি। যদিও শেষোক্ত বিষয় দুটি কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ জনতা সরকারের আওতায় পড়ে, তবুও প্রচারের ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে সি পি এমকে। তাছাড়া সুতি এলাকার জল নিষ্কাশনের জন্য ৪·১২ কোটি টাকার প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে এবং খুব শিগ্‌গির কাজ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ, স্বৈরাচারী শাসন কায়েম। আরস কংগ্রেসের বিরুদ্ধ প্রচার চালানো হচ্ছে, তাঁদের সংগঠন বড় দুর্বল। জনতার তো কোন সংগঠনই নাই। এস ইউ সির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা নাকি বামপন্থার শত্রু। বিপ্লবী গণফ্রন্ট বা মারকসবাদী কর্মী সংস্থার বিরুদ্ধে সি পি এম বাদে অন্য দলের তেমন কোন অভিযোগ নাই। বরং অন্য দলগুলি এই ভেবে খুশি যে, ওই দলের প্রার্থী ফরাক্কা ও খড়গ্রামে সি পি এম-এর বেশ কিছু ভোট কাটবেন। তবে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, তাতে সি পি এম-এর বিশেষ ক্ষতি হবে না। কারণ, সাতাত্তরের বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা বিধানসভায় এই দলের প্রার্থী সি পি এম-এর ভোট কাটতে পারেননি। ১৯৭৭ এর লোকসভা নির্বাচনে মাত্র দুটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছিল : গণতন্ত্র অথবা স্বৈরতন্ত্র। এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। বহু পালাবদল হয়েছে, যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের লড়াই-এ কে নির্বাচিত হবেন, বলা যায় না। তবে লড়াই হবে ইন্দিরা কংগ্রেস ও সি পি এম প্রার্থীর মধ্যে এবং যিনি জিতবেন তিনি খুব কম ভোটের ব্যবধানে জিতবেন।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

দায়িত্ব অনেক : মুখ্যমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রদেশের মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের মানুষ এতটা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নন। তাঁরা আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। চারদিকে এত ডামাডোলের মধ্যেও আমরা শান্তিতে রাজ্য চালাচ্ছি। শত্রুপক্ষ আমাদের সরকারকে অস্থায়ী করতে চাচ্ছেন। কিন্তু যে কেউ দিল্লীতে ক্ষমতায় আসুন না কেন, কারো সাধ্য নেই বামফ্রন্টের গায়ে হাত দেওয়ার। তিনি বলেন, 'দিল্লীতে যারাই সরকারে যায়, তারাই জনগণের সরকার হয় না। সুতরাং বিচ্ছিন্নতাকামীদের ভোট দেবেন না।'

কংগ্রেস (ই)র অভিযোগ : সাগরদীঘি থানার তাঁতিবিরলে সি পি এম সমর্থকরা তাঁর বাড়ীর সামনে দুটি বোমা ফাটায় বলে কং (ই) দলের বৃন্দাবন ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন। ঘটনাটি ঘটে ২৭ ডিসেম্বর রাত্রে।

২৮ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জের বড়শিমুলে সি পি এম সমর্থকরা কং (ই) এর মাইক ভেঙে দিয়েছে বলে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামে পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও ২৯ ডিসেম্বর লক্ষ্মীজোলায় এবং ৩০ ডিসেম্বর নয়ামুকুন্দপুরে কং (ই) দলের মিছিলের ওপর সি পি এম সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সি পি এম-এর পক্ষ থেকে কংগ্রেস (ই) দলের অভিযোগগুলিকে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কন্‌ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়িতে। প্রতিটি সেকটর এবং কন্‌ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য থাকছে আর টি ভ্যান ও পুলিশের জীপ।

পুলিশের পক্ষ থেকে এবার একটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ভোট গণনা শেষে ৯ জানুয়ারী ঐ তাঁবুতে তাঁরা মঞ্চস্থ করবেন 'নটী বিনোদিনী' যাত্রা। অভিনয় করবেন তাঁরা নিজেরাই। এত খাটাখাটনির পর একটু আমোদ-প্রমোদ কার না ভালো লাগে ? তাই তাঁদের অনুরোধ, 'আপনারা আসবেন কিন্তু'।

কেন ভোট দেব ? কাকে ভোট দেব ?

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ভোট দেব তাঁকেই, যিনি লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর জো হুজুরের মত শুধুমাত্র হাত তুলেই লোকসভায় তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন করবেন না। জঙ্গিপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষকে গঙ্গার ভাঙ্গন, সর্বনাশা বন্যা এবং দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচাতে যাঁর ভূমিকা থাকবে কঠোর সংগ্রামীর। কোটি কোটি টাকায় বেচাকেনার হাটে যিনি নিজেকে বিকোবেন না, আমার ভোট যাবে তাঁর পক্ষেই। —বিমান হাজরা

॥ ৪ ॥

সংসদীয় গণতন্ত্রের মূর্তিপূজার আয়োজনে ইস্তাহার নামক ঢাকে কাঠি দিয়েছে সব দল। এদের মধ্যে যারা এই মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী তারা যেমন আছে, যারা বিশ্বাসী নয় তারাও আছে। এ পূজার একনিষ্ঠ সেবকদের ধারণা সংসদীয় গণতন্ত্র একটি মহান ও পবিত্র জিনিস যার প্রয়োগে চলতি সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব। অন্যদিকে এ পূজার নাস্তিকদের কাছে নির্বাচন সংগঠন গড়া ও তাকে মজবুত করার একটি কৌশল। চলতি সমাজব্যবস্থায়, শ্রেণী সমন্বয়ে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানে তাদের আস্থা নেই। তবু ভোটের মাধ্যমে, মন্ত্রীত্বের মাধ্যমে কিছু সুযোগ দেওয়া যায় বলে তাদের বিশ্বাস। তাই ফুলরূপী ভোটার বন্দনায় ব্যস্ত সবাই। প্রশ্ন—কেন ভোট? কারণ আমার ভোটে নির্বাচিত দলের প্রতিনিধি দেশের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ করবে তার দলের নীতি অনুসারে। পরের প্রশ্ন কাকে ভোট? যেখানে আমার চিন্তা, আমার ভাবনা বাস্তব প্রতিফলনের ভাষা পাবে। অর্থাৎ যাদের নীতির সাথে আমার চিন্তা-ভাবনার মিল থাকবে। তাই এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। খেলোয়াড়ের দৃষ্টিও রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে থাকতে পারে না। কারণ সে তার সামাজিক চিন্তাধারামুক্ত সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজভাবনা থেকে জন্ম নেয় তার সমাজচেতনা। আবার সমাজনীতির সাথে অর্থনীতি আলাদা নয় এবং অর্থনীতি ও রাজনীতি মুদ্রার দুই পিঠ। এ ভোট সমাজব্যবস্থা পাল্টানো বা শ্রেণী বিলুপ্তির পথে নতুন সমাজ গড়ার ভোট নয়। চলতি ব্যবস্থায় অর্থনীতির উন্নতি, প্রতিভা বিকাশের সুযোগ, ন্যূনতম সুবিধার প্রতিশ্রুতি। তাই স্বাভাবিক কারণে এমন সমাজব্যবস্থার প্রত্যাশী—যেখানে খেলোয়াড় শোষিত হবে না, বঞ্চিত হবে না তার প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে। যে ব্যবস্থায় সে তার ক্রীড়া শৈলী প্রয়োগের পূর্ণ সুযোগ পাবে, তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। অভাব যেখানে অনুশীলনের অন্তরায় হবে না। চাকরির অভাবে, চিকিৎসার অভাবে যেখানে অকালে খেলা থেকে অবসর নিতে হবে না। যে সমাজে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটবে না। এ রকম সমাজব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা যারা শুধু নির্বাচনী ইস্তাহারের মধ্যে না করে তাদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে করবে, আমার ভোট তাদের জন্য।

—পার্থসারথি ব্রহ্ম

॥ ৫ ॥

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। কিন্তু সেই দলগুলি যদি গণতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনসংখ্যার স্বার্থ নস্যাৎ করে দিয়ে ক্ষমতালিপ্সু হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের শাস্তির কোন সংস্থান আমাদের সংবিধানে নাই। ১৯৭৯ সালে সংসদে সমর্থন লাভের নামে সমস্ত রাজনৈতিক দল যে ভুল, যে অন্যায় এবং যে ব্যভিচার ও অপরাধ করেছেন, স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসকে তা মসীলিপ্ত করেছে। এই সুযোগে স্বৈরাচারী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়েছে। জাতীয় সংহতিতে ফাটল ধরেছে। দেশের পক্ষে এটা মোটেই শুভ নয়। অকালে ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া ৪০০ কোটি টাকার সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে কমবেশী সমদোষে দুষ্ট ওই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অথবা রাজনীতি ব্যবসায়ীরাই প্রার্থী হয়েছেন। তাই আমি ঠিক করেছি, এবার আমি কাউকে ভোট দেবো না। এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এবং এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে কেউ যদি আমাকে সেই বিশেষ দলটির সমর্থক মনে করেন ভুল করবেন। এককালে যাঁরা সংসদকে 'শূয়োরের খোঁয়াড়' অভিহিত করে 'নির্বাচন বয়কট' এর ডাক দিতেন, এবার তাঁরাও নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন। পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আমি একমত যে, আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী সরকারে যাবেন, তাঁরাও বেশীদিন স্থায়ী হবেন না। সুতরাং নির্বাচন আবার হবে। তখন যদি দেখি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন দলের উদয় হয়েছে, কথা দিচ্ছি, আমার ভোট যাবে তাদের অনুকূলে। কিন্তু এবার নয়। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে বলে যেমন কাউকে গালাগাল দিতে পারি না, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার আছে বলে যেমন কাউকে ল্যাঙ মারতে পারি না, তেমনি কোন অপাঙক্তেয়কে ভোট দিয়ে এবার আমি আমার পবিত্র অধিকারকে কলুষিত করতে চাই না। —রাজশ্রী

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮০
২২ অন্য/১৯৭৮
ডিঃ ফেরজান বেওয়া দেঃ সাত্তার সেখ
দাবি—৩১৩৮৫ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে রাণীনগর ৪৭ শতক জমি আঃ ৫০০৲ খং ১১৯

বিজ্ঞপ্তি

আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুমিতকুমার সাহার নাম জঙ্গিপুর এক-জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ২৮-১২-৭৯ তারিখে আফিডেবিট বলে পরিবর্তন করিয়া শ্রীমান্ অয়ন সাহা করিলাম। এখন হইতে সে অয়ন সাহা নামে পরিচিত হইল।

স্বাঃ ষড়ানন সাহা
এস ডি পি ও/জঙ্গিপুর

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষত রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।